টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

Regd No. C. 853

মাঘ-ফাল্গুনের
শুভ বিবাহের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম
কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই মাঘ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 26th Jau. 1972 | ৩৩শ সংখ্যা

॥ আজ প্রজাতন্ত্র দিবস ॥

প্রজাতন্ত্রী ভারতে আজকের দিনটি স্মরণীয়। পবিত্র সংবিধানের ঘোষণায় ভারতের প্রতিটি নাগরিককে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে এই দিনটিতে। প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্র-জীবন সুস্থ ও সুন্দর করিবার দায়িত্ব সরকারে বর্তাইয়াছে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রনায়কদের সুস্থ-সবল জাতীয় মেরুদণ্ড গঠনে ব্রতী হইতে হইবে। কী পাইয়াছি, কী পাই নাই—তাহার হিসাব নিকাশে নানা কথা উঠে। প্রজাতন্ত্রের বুলি ঝাড়েন অথচ নিছক আত্মতন্ত্রী, দলতন্ত্রী এমন নেতাও আছেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এখনও জাতির সার্বিক উন্নয়ন আসে নাই। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে। সরকারের বহু প্রতিশ্রুতির কিছু রূপায়িত হয়, কিছু ঢাকা থাকে।

কলিকাতার দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ, পাতাল রেল কেবল শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষমতাসীন যাঁহারা, তাঁহারা যদি একবার ভাবেন যে, দেহের প্রতি অংশের সৌষ্ঠবের সমবায়েই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তবেই গোল চুকিয়া যায়।

২৬শে জানুয়ারীর উপলব্ধি সকলকে অন্তরসারশূন্য রাজনীতি হইতে দূরে রাখুক এবং অকৃত্রিম ভারতপ্রেম সকলের জীবনধর্ম হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জঙ্গিপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্ত্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্ত্তা শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২শে জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য অফিসে স্থানীয় সাংবাদিকগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

তিনি সেখান হইতে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার মজুমদার সমভিব্যাহারে মহকুমার একমাত্র প্রাচীন সাপ্তাহিক "জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়ে আগমন করেন। তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহারে উপস্থিত সকলে বিশেষ প্রীত হন।

রেডক্রসের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র

গত ১৯শে জানুয়ারী বেলা ৩ ঘটিকায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত রিক্রিয়েসন ক্লাবের ষ্টেজে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার দুই পারে দুইটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলিবার জন্য এক সভা হয়। সভায় মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীকালীপদ ঘোষ, আই-এ-এস ও মুখ্য-স্বাস্থ্য-আধিকারিক শ্রীগাঙ্গুলী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন। প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায় অক্সিজেন সিলেণ্ডার-এর অভাবের কথা বলেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়দ্বয় রেডক্রসের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

ভয়াবহ ডাকাতি—দুর্বৃত্তদের গুলিতে দু'জন গ্রামবাসী মারাত্মকভাবে জখম—একজন গ্রেপ্তার

গত ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ৪০ ৫০ জনের একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত সাগরদীঘি থানার ঘুগরিডাঙ্গা নিবাসী অর্দ্ধেন্দু মজুমদারের বাড়ীতে হানা দিয়ে নগদে-অলঙ্কারে প্রায় ৩০/৪০ হাজার টাকা ও একটা দু'নলা বন্দুক নিয়ে চম্পট দেয়। দুর্বৃত্তদের গুলিতে ভুজঙ্গ মণ্ডল ও অশোক মণ্ডল নামে দু'জন গ্রামবাসী সাংঘাতিকভাবে আহত হন। গ্রামবাসিগণ দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্যে তীর ছোড়ে ফলে দু'জন দুর্বৃত্ত আহত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। পুলিশ কুকুর ডাকুকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু কোন হদিস দিতে সক্ষম হয় নি। পুলিশ সন্দেহবশতঃ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর চোরাই বন্দুকের বাঁটের অংশটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রেল লাইনের ধারে পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ সরস্বতী প্রতিমা-পরিক্রমা ॥

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এই শহরে এবারেও বাগ্দেবী-বন্দনা হয়ে গেল। শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতির সর্বশেষ পরিণাম আর যাই হোক না কেন, সরস্বতী-অর্চনার আয়োজন দিনের দিন বেড়েই চলেছে সারস্বতবর্গের উৎসাহ ও উদ্যোগে। শ্রীপঞ্চমী তিথি কতক্ষণ আছে, সে সময়ের মধ্যে পূজার নানা আয়োজন সম্পন্ন হচ্ছে কিনা এটা দেখার যতটা না উৎসাহ ক্ষেত্র-বিশেষে দেখা গেছে, তার থেকে দেখেছি মণ্ডপসজ্জার এবং শ্রীপঞ্চমীর শুভ-উষালগ্ন হতে মাইকে ছুঁড়ে দেওয়া বাংলা-হিন্দীর আধুনিক, অত্যাধুনিক নানা রঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশনের প্রচেষ্টা। কোথাও বা সকাল ৯-৫৫ মিঃ পর্যন্ত পঞ্চমী তিথি থাকলেও প্রতিমা আনয়ন হল বেলা ১২॥টায়, কোথাও অঞ্জলিপ্রদান হচ্ছে বেলা ২টায়। কি এ সব ত আজকাল মামুলি ব্যাপার। আজকের আলোচনা সে সম্বন্ধে নয়।

শহরে ছোট-বড় সব মিলিয়ে প্রতিমা হয়েছে অর্দ্ধশতোত্তর। প্রতিমা-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নূতন জিনিস লক্ষ্য করা গেল এবার। সেটা হচ্ছে প্রতিমা রূপায়ণে শিল্পসচেতনতা ও কিছু নবীন শিল্পীর আবির্ভাব। প্রতিমার রূপদানের টেকনিককে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করলে দেখা যাবে কিছু প্রতিমা দেবীমূর্তি—সনাতনপন্থী; কিছু প্রতিমা আধুনিক শিল্পের পরিচায়ক ও কিছু প্রতিমা আনুষঙ্গিক সংযোজনে একপ্রকার আধুনিক রুচির পরিচায়ক। এদের মধ্যে দেবীমূর্তির প্রতিমা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী যদিও সনাতন, তবু সময়ের পরিবর্তনে সেই চিরন্তনী-চিন্তারও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। দশ বছর আগে প্রতিমার গায়ের রং যা হত, আজ কোথাও কোথাও তার পরিবর্তন হয়েছে। এমনি আরো কিছু কিছু দিক আছে।

দ্বিতীয় ধরণ—প্রতিমায় আধুনিক শিল্পের বিকাশ। বেশ উৎসাহব্যঞ্জক এই কারণে যে, আমাদের এই শহরের মৃৎশিল্পীরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পচর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন। এই নিষ্ঠা যথাযথভাবে প্রকাশ পেতে থাকলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা মূর্তিনির্মাণ সৌকর্য দেখাতে পারবেন বলেই বিশ্বাস করি। এই দিক দিয়ে সুন্দর হয়েছে বন্ধু সমিতির কাগজের তৈরী প্রতিমা যাঁর শিল্পী শ্রীমানবেন্দ্র ব্যানার্জি। এ ছাড়াও কয়েকটি কালিদাসকে বরদানরতা প্রতিমা এই পর্যায়ে রসোত্তীর্ণ এবং আর্টের দিক দিয়ে স্বাভাবিকতা এসেছে শিল্পী শ্রীকিরণ মুখোপাধ্যায়ের (চাঁদুবাবু) বিবেকানন্দ ক্লাবের প্রতিমাটি। রঘুনাথগঞ্জ বালক বিদ্যালয়ের প্রতিমাও তিনি ভালই করেছেন। কিরণবাবু শহরের একজন নাম-করা শিল্পী। উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিস্থিতি যদি তিনি পান, তবে তাঁর কাছ থেকে আরও বেশী কিছু আমরা পেতে পারি। ইয়ুথ ক্লাব-এর প্রতিমাটির শিল্পী শ্রীচন্দ্রকিশোর দাস, একজন অল্পবয়স্ক শিল্পী। তিনি মূর্তিতে যে ভাবনা ফুটিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। শহরের অভিজ্ঞ শিল্পীরা এঁর প্রতি স্নেহের দৃষ্টি দিলে ভাল করবেন।

তৃতীয় ধরনের কথা যা উল্লেখের অবকাশ রেখেছে তা হল প্রতিমা আনুষঙ্গিক সংযোজনে একপ্রকার আধুনিক রুচির পরিচায়ক। এটা একদিক থেকে যেমন উৎসাহব্যঞ্জক, অপর দিক দিয়ে নৈরাশ্যজনকও। উৎসাহিত করার কারণ—ঐ ধরণের প্রতিমায় যে শিল্প-বিকাশ তার চিত্রণে। আর নিরুৎসাহিত করছে প্রতিমা-রূপায়ণে রুচিবোধের জন্যে। সার্বজনীন তলার প্রতিমা (শিল্পী মণ্টুদা) এবং ছায়াবাণী সিনেমার সন্নিকটের প্রতিমা (শিল্পী এ, কে, নাথ) এই পর্যায়ভুক্ত। আর্টের বিচারে উভয়েই রসোত্তীর্ণ। শ্রীএ, কে, নাথ যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রুচির বিচারটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে। শিল্পী মণ্টুদা প্রতিমায় আর্ট আনুন ক্ষতি নেই; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সরস্বতী দেবী বীণা বাজাচ্ছেন কার তবলা-সঙ্গতে? সাঙ্গীতিক ইতিহাসে জানা যায়, মহাদেব সঙ্গীতস্রষ্টা এবং তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা ও পরে সরস্বতীদেবী সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মতান্তরে মহাদেবের কাছ থেকেই সরস্বতী দেবী এ শিক্ষা পান। নারদমুনি সরস্বতীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন কাজেই তবলা-হাতে ঐ আধুনিক যুবকের পরিবর্তে যদি পাখোয়াজ নিয়ে মহাদেব, ব্রহ্মা অথবা নারদকে সমাসীন দেখা যেত, তাহলে ঐ প্রতিমারূপায়ণের একটা যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যেত। শিল্পী শ্রীএ, কে, নাথের উল্লেখিত প্রতিমার আনুষঙ্গিকতা রুচিতে বাধছে। এমন দেবী প্রতিমা নিশ্চয়ই আমরা আশা করব না, যার পারিপার্শ্বিকটুকু একটা বিশেষধরণের অত্যাধুনিক শিস্ বের করে আনতে পারে, যা পর্ণগ্র্যাফির পর্যায়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত শ্রীবিশ্বনাথ দাসের তৈরী মূর্তি আমাদের আনন্দ দিয়েছে। তিনিও একজন অল্পবয়স্ক শিল্পী। তিনি এর চর্চা করুন, আরও দেখুন কিছু পড়াশুনাও করুন যার ফলে তার কাজ আরও উন্নতধরণের হবে।

অন্য রাজ্যে বন্দী স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদে

সম্প্রতি রাজ্যসরকার বৃটিশ শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন জেলা থেকে আটক বন্দীদের অন্য রাজ্যে পাঠাচ্ছেন—যার মধ্যে অনেক প্রাথমিক শিক্ষক বন্দীও আছেন। এইভাবে বন্দীদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আইনের সুযোগ গ্রহণ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার আজকের জেলা পরিষদ সভা সরকারের এই অমানবোচিত হীন চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আসন্ন সেইহেতু নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তারজন্য অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত বন্দীদের অবিলম্বে এ রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হোক এবং সমস্ত বিনাবিচারে আটক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা হোক।

—সংবাদদাতা

শিক্ষক

—অবনীকুমার রায়

পথে যেতে যেতে চোখে পড়্লো দেওয়ালে লেখা রয়েছে 'চরিত্রহীন শিক্ষক, ছাত্রদের জীবন ভক্ষক।' তার নীচে লেখা আছে 'রামকৃষ্ণ'। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। চরিত্রহীন শিক্ষক শুধু ছাত্রদের কেন, সমস্ত জাতির সর্বনাশ করে।

তবু, শিক্ষকেরা সমাজের যে স্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরীর যে গুরু-দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাতে শিক্ষক 'চরিত্রহীন' এ কথাটা নিশ্চয়ই পীড়াদায়ক।

চরিত্রের ত্রুটি শিক্ষক সমাজে যে নেই, তা বলা চলে না। বর্তমান অর্থকৌলীন্যের যুগে আমরা কেউ 'বুনো রামনাথের' মতো আদর্শ শিক্ষক প্রত্যাশা ক'র্তে পারি না। বর্তমান যুগে যেখানে ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক পাখা চ'ল্ছে, রেডিও বাজ্ছে, কোনো কোনো বাড়ীর লোকেরা মোটর গাড়ী চ'ড়্ছেন, সেখানে শিক্ষককুল 'আমড়া ভাতে ভাত' খেয়ে শিক্ষকতা ক'র্বেন, এটা সম্ভব নয়। তাঁরাও যুগোপযোগী জীবনযাপন ক'র্তে চেষ্টা করবেন, এইটাই স্বাভাবিক ?

অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যুগোপযোগী জীবন-যাপনের জন্য অনেক সময় তাঁকে খানিকটা নীতিভ্রষ্ট হ'তে হয়। অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য স্কুলে শিক্ষকতা ছাড়াও তাঁকে প্রাইভেট টিউশনি, ইন্সিয়োর কোম্পানীর দালালী প্রভৃতি আরো অনেক কাজ ক'র্তে হয়। কিন্তু তার জন্য কি সরকার খানিকটা দায়ী নন ?

তবুও পূর্বোক্ত দেওয়াল লিপি, যাঁর লেখাই হোক না কেন, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ ক'র্ছে যে বর্তমান শিক্ষক সমাজ এক শ্রেণীর ছাত্রের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তাঁরা সংখ্যাগুরু কিনা জানি না। কিন্তু দেওয়াল লিখনে, মাঠেঘাটে শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রদের উক্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করেন না। কিন্তু কেন ?

শিক্ষক সমাজ বর্তমানে তাঁর আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়েছেন। এ কথা অনস্বীকার্য। সব দোষ ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিজেরা রেহাই পেতে চান। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাঁদের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কি না, আর থাকলে, তা কিভাবে দূর করা যায়, তা চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

কলেজের পরীক্ষা চ'লছে; স্কুলের পরীক্ষাও আগতপ্রায়। কিছুদিন থেকে পরীক্ষা যে কিভাবে চ'ল্ছে, তা অল্পবিস্তর আমরা সবাই জানি। কয়েকদিন আগে কলেজের পার্টটু পরীক্ষার্থী জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম—'পরীক্ষা কেমন হ'চ্ছে ?' উত্তরে শুনেছিলাম,—'যেমন হয়। দুর্নীতি সমানে চ'ল্ছে।' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, শিক্ষক অধ্যাপক সবই এ কথা স্বীকার করেন এবং দোষটা চাপাতে চেষ্টা করেন ছাত্রদের ওপর। ছাত্ররা যে একেবারে নির্দোষ এ কথা বলি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, শিক্ষক অধ্যাপক এবং তার সঙ্গে সরকার, অভিভাবক এঁরা কি সবাই ত্রুটিহীন ?

বিষয়টা গোড়া থেকে আলোচনা ক'র্লে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমতঃ, প্রতি বৎসর বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাথমিক যে পরীক্ষা হয়, তা কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য ক'র্তে অনুরোধ করি। ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করাবার জন্য মাষ্টার মশাইরা এতো বেশী উদ্গ্রীব হন যে অনেক সময় তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। কি প্রাইমারী, কি স্কুল ফাইনাল, কি হায়ার সেকেণ্ডারি, কি কলেজের পরীক্ষার সময় সাহায্য-কারীদের যে 'মেলা' ব'সে যায় তা নিশ্চয়ই সবাই লক্ষ্য ক'রেছেন। কিন্তু শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষ কেউ তা প্রতিরোধ ক'র্তে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় প্রাইমারী, স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার পরীক্ষকদের চাপে পড়ে বেশী ছেলে পাশ করাতে হয়। নতুবা তাঁদের এই কাজ বাতিলের সম্ভাবনা আছে। কাজেই শিক্ষকদের অনেক সময় অযোগ্য ছাত্রকেও পাশ করাতে হয়। এর বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো শিক্ষক প্রতিবাদ ক'রেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। ফলে, প্রতি বৎসর এমন সব ছাত্র পাশ করে যাদের পাশ করার কোন যোগ্যতাই নেই। দীর্ঘদিন থেকে এই ভাবে চ'লে আসার দরুণ প্রতি ঊর্ধতর ধাপে অযোগ্য ছাত্রের সংখ্যা এতো বেড়ে গিয়েছে যে পরীক্ষার মান ঠিক রাখা সম্ভব হ'চ্ছে না। তার ওপর তো আন্দোলন আছেই।

তৃতীয়তঃ, অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় ছাত্রেরা নানা অসাধু পন্থা অবলম্বন করেও, দেখা যায়, প্রতি শ্রেণীতে শত করা কুড়ি জনের বেশী পাশ ক'র্তে পারে না। অথচ অবস্থার চাপে প'ড়ে প্রমোশন দিতে হয় শতকরা আশি, কি তারো বেশী। শিক্ষক মশাইরা নিরুপায়।

ফলে, অযোগ্য ছাত্র উঁচু ক্লাশে প্রমোশন পেয়ে না পারে পড়া বুঝ্তে, না পারে ক্লাশের সঙ্গে তাল্ রেখে চল্তে। কাজেই পরীক্ষার আগে তাদের শিক্ষকদের শরণাপন্ন হ'তে হয়,—শেখবার জন্য নয়, কি ক'রে পাশ করা যায় তার হদিশ নেবার জন্য। এবং যিনি যতোটা ঠিকমতো হদিশ দিতে পারেন, তিনি ততো ভালো শিক্ষক। পরীক্ষার আগে কোনো শিক্ষককে ব'ল্তে শুনেছি—'আমার কাছে আটত্রিশ জন ছাত্র পড়ে।' জিজ্ঞাস্য,—কিভাবে।

চতুর্থতঃ, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য ক'র্তে অনেক সময় শিক্ষক ও পরিদর্শক (?) বাধ্য হন। না হ'লে কটূক্তি তো আছেই। আরো আছে অনেক কিছু। পরীক্ষার্থীরাও এ সুযোগ গ্রহণ ক'রে থাকেন।

এই সব দুর্নীতির জন্য সরকারী শিক্ষা বিভাগও খানিকটা দায়ী। অপরিণত বুদ্ধি শিশু ও বালকদের ওপর শিক্ষনীয় বিষয় ও বই এর বোঝা এতো বেশী চাপানো হ'য়েছে যে সেভার বহন করার সাধ্য সাধারণ ছাত্রের নেই। কর্তৃপক্ষ হয় তো মনে করেন সবাই মহাপণ্ডিত হবে। দু'চার দশজন হয় তো হয়; কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রই শুধু পাশের একটা ছাপ পায়। বাড়ে বেকার সমস্যা। কর্তৃপক্ষ শিব গড়্তে গিয়ে বেশীর ভাগ ছাত্রকেই বানরে পরিণত ক'র্ছেন। যুবশক্তির এ হেন অপচয় বোধ করি, অন্য কোনো স্বাধীন দেশে নেই।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে এর জন্য অভিভাবকও খানিকটা দায়ী। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সকাল সন্ধ্যা বাড়ীতে পড়্তে বসার রেওয়াজ ছেলেদের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। অনেক সময় অভিভাবকেরা এ সব দেখেও দেখেন না, কিংবা তাঁদের পক্ষে তা

দেখাও সম্ভব হয় না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার দায়িত্ব কেবল শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা যদি রেহাই পেতে চান, তবে মস্ত বড়ো ভুল করা হবে।

এরপর আর একটা কথাও চিন্তা ক'রে দেখার সময় আজ এসেছে। —তা হ'লো শিক্ষকদের (ছাত্রদের কথা আর এখানে ব'ল্‌লাম না।) রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত কি না। বিষয়টা বিতর্কমূলক। কেউ কেউ বলেন,—দেশে যখন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে শাসক সম্প্রদায় নির্বাচিত হন, তখন সবারই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষক তার বাইরে নন। আবার কেউ কেউ বলেন,—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই শিক্ষকদের একমাত্র কাজ। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ক'র্‌লে অনেক সময় তাঁরা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন। শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত হয়। অতএব শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।

আমরা বলি কি,—রাজনীতির সুস্পষ্ট ধারণা শুধু শিক্ষকের কেন, স্বাধীন ভারতের প্রতিটি বয়স্ক নাগরিকের থাকা অবশ্য কর্তব্য। ছাত্রদেরও অবশ্যই রাজনীতির শিক্ষা দিতে হবে, ভারতের ভবিষ্যৎ যোগ্য নাগরিক তৈরী করার জন্য। কিন্তু দলীয় রাজনীতি, আর ছাত্রদের সেইদিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা আনে। ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। স্কুল কলেজে ষ্ট্রাইক আর ধর্মঘটের ফলে পঠন পাঠন ব্যাহত হয়। এ কথাটা বর্তমান শিক্ষক সমাজকে চিন্তা ক'রে দেখা উচিত।

পারিপার্শিক সমস্ত অবস্থা চিন্তা ক'রে বর্তমান শিক্ষক সমাজ যদি শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা 'বুনো রামনাথ' হ'তে না পারলেও যে সত্যিকারের শিক্ষক হ'তে পারেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সিদ্ধিকালী গ্রামে অগ্নিসংঘের উদ্যোগে বাণী-বন্দনা উৎসবে এক সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও উদ্যম প্রশংসনীয়।

নেতাজী জন্ম দিবস পালন

গত ২৩শে জানুয়ারী এক মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে নেতাজী জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ছাত্রপরিষদ ও যুবক সংঘের সহযোগিতায় প্রভাত ফেরীর আয়োজন করেন। সকালে তুলসীবিহার বাড়ির প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং নেতাজীর প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালান মাননীয় পৌরপতি শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বিকাল ৩ টায় এখানে একটি সভা অনুষ্ঠান হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয়। সভারম্ভে মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এই দিনটি পালনের জন্য সরকারী নির্দেশ এত বিলম্বে আসায় উপযুক্ত প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় নি। সর্বশ্রী ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত, দিলীপ সিংহ, হরিলাল দাস, ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার, পরমেশ পাণ্ডে, বিনয়গোপাল ঘোষ নেতাজী সম্পর্কে ভাষণ দেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে নেতাজীর মানবতাবোধ ও সুগভীর দেশপ্রেমের বিষয় উল্লেখ করে ছাত্র ও যুবসমাজকে নেতাজীর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সভান্তে শিশুদের লজেন্স, বিস্কুট ও বেলুন দেওয়া হয় এবং উপস্থিত অভ্যাগতদের চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

বোখারা মেলার পিছনে

সাগরদীঘি থানার অধিবাসিগণ জানেন যে, প্রতি বছরই শ্রীশ্রী৺শ্যাম-সুন্দরদেব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের আগমন উপলক্ষে বোখারাতে মেলা বসে। এবারেও ৮ই থেকে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত মেলা বসেছে। মেলার কর্ম্মকর্ত্তারা এবারে সবাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ সকলেই ১৮ বছরের নীচে। এদেরকে নাচিয়ে মেলা থেকে কিছু উপার্জ্জন করা অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত টাকা আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা প্রতি বছরই হয়েছে, এবারেও তাই হচ্ছে। মেলার বিস্তারিত খবর আমাদের পত্রিকায় গত ১৩ই ফাল্গুন '৭৬ "স্বেচ্ছাচারিতা" ও ২৮শে পৌষ '৭৭ 'নামভাঙ্গিয়ে খাওয়া" শীর্ষক সংবাদে এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় "বোখারা মেলা প্রসঙ্গে' সংবাদ পরিবেশনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এইরূপ নির্ভীক সংবাদ প্রকাশের জন্য আমরা নানাভাবে জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করে এসেছি।

—৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

সবুজ বিপ্লবে মহীশূর এগিয়ে চলেছে

১। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ; ২। ধানক্ষেতে শ্রীমাল্লারেড্ডি; ৩। ৮০ বছরের কৃষক শ্রীঅল্লুরশ্যামপ্পও; ৪। তুঙ্গভদ্রা রিজার্ভার এবং ৫। চর্চ্চামণ্ডলের কনভেনর শ্রীপার্থসারথী।

গৌরবময় বিজয় নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের পটভূমিকায় আজ যে নতুন মহীশূর রাজ্য গড়ে উঠেছে, দেশের সবুজ বিপ্লবে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

আজ মহীশূর রাজ্যের জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে ফসল ফলানোর অভিযান, প্রতি কৃষকের মনে জেগে উঠেছে পর্য্যাপ্ত ফসল তোলার পরম আকাঙ্ক্ষা : সে আকাঙ্ক্ষা কৃষক মনের স্বপ্ন-বিলাস মাত্র নয়, কারণ তার বাস্তব রূপায়ণে আজ তারা সত্যিই সচেষ্ট।

মহীশূরের শস্যশ্যামল রূপ পরিক্রমার পথে প্রথমেই চোখে পড়ে মাণ্ড্যা জেলার শস্য, সমৃদ্ধ সৌন্দর্য্য। মাণ্ড্যার চাষীরা সত্যিই আজ প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে। তাই বেশী ফলন তোলার জন্য তারা উন্নত পদ্ধতিতে মানিলা, জয়া, রত্না এবং আই আর ২০ প্রভৃতি নতুন জাতের ধান চাষ করতেই বেশী অনুরাগী। মাণ্ড্যার অন্যান্য উন্নত গ্রামগুলির মধ্যে টি মালিগেরী, জয়পুরা এবং পুরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই সব গ্রামে গ্রাম্য প্রশিক্ষণ এবং বিকাশ কেন্দ্র ও কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যে আজ কিচেন গার্ডেন, মুরগী পালন প্রভৃতির জনপ্রিয়তা বেড়ে গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করেছে। মাণ্ড্যার পরেই বেলারী এবং রায়চুর জেলা দুটিতে নজর দিলে দেখা যাবে এ'দুটিও কৃষি কাজে যথেষ্ট উন্নত। এই তো সেদিন সর্বভারতীয় শস্য প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ ফলন তুলে শ্রীমাল্লা রেড্ডী কৃষি পণ্ডিত আখ্যায় ভুষিত হয়ে বেলারী জেলাকে করে তুলেছেন গৌরবমণ্ডিত; গ্রাম্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষের মতে এখানের মাটি আজ স্বর্ণপ্রসূ। কারণ তুঙ্গভদ্রা রিজার্ভারের সাহায্যে পর্য্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকার ফলে এখানে উচ্চফলনশীল শস্যের পর্য্যাপ্ত ফলন তোলাও সুবিধাজনক।

রায়চুর জেলারগ্রামগুলিও একে একে উন্নত হয়ে উঠেছে। আজ সেখানে সমবায় সমিতি স্থাপন করেও ছোট চাষীকে যেমন ঋণদান দিয়ে চাষবাসের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তেমনি বড় চাষীরাও যাতে আম প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত ফলন তুলে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারে সেদিকেও দেওয়া হচ্ছে প্রখর দৃষ্টি। ফলে রিচুরের উর্বর মাটিতে সোনার ফসল ফলাতে কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদাও বেড়ে চলেছে দিনদিন। তাই মহীশূর রাজ্যের গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় কৃষির আরও উন্নতি করে কৃষি-বিজ্ঞানী এবং কৃষি বিস্তার কর্মীদের সহযোগিতায় আর অভাব নেই। সুতরাং আশা করা যায়, বিগত দিনের গৌরবময় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আবার নতুন করে সংযোজিত হতে চলেছে আগামী দিনের সমৃদ্ধ মহীশূর রাজ্যের ইতিকথা।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি "পোলিও টীকা"

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ হইতে শিশুদের পোলিও টীকা দিবার জন্য বহরমপুর পুরাতন হাসপাতালে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবোরেটারীতে নূতন নাম রেজিষ্ট্রী করা হইবে। বহরমপুর নূতন হাসপাতালে ঐ তারিখ হইতে কোন নাম রেজিষ্ট্রী করা হইবে না। এ বিষয়ে যাহারা আগ্রহী তাহারা পুরাতন সদর হাসপাপালে প্যাথোলজিকাল বিভাগে ডাঃ বি, সি, দত্ত মেডিকাল অফিসারের সহিত যোগাযোগ করিবেন। সময় সকাল ১০টা হইতে দুপুর ১টা। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন নাম রেজিষ্ট্রী করা হইবে না।

মুখ্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের অনুরোধে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস কর্ত্তৃক নিবেদিত

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বোখারা মেলার পিছনে

মেলার লাইসেন্স আদায়ে সুবিধার জন্য "বোখারা হাই স্কুলের উন্নতি-কল্পে' মেলা বসছে বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে যে লাভ হয়েছে, তা কি স্কুলকে দান করা হয়েছে? গত বছরের উদ্বৃত্ত টাকার এক পয়সাও জমা পড়ে নাই কেন? মেলা চলাকালীন মেলার সর্ব্বত্র চলে জুয়াখেলা, মদ্যপান, হুল্লোড়বাজী ও ভিন্ গ্রাম থেকে মেয়ে আমদানী ও রাত্রি যাপন এবং মেলার সংগৃহীত অর্থে পরিপুষ্ট হয় মাত্র কয়েকজন উদ্যোক্তা। মজার ব্যাপার এবার সদরে তাঁদের আবির্ভাব ঘটে নাই, কিন্তু পিছন দিক থেকে তাঁদের আবির্ভাবে চলছে সমস্ত খেলা। গত বছর বে গতিক দেখে শেষে মেলাটাকে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিল এক জুয়াড়ীকে মাত্র ৩১০৲ টাকায়। এ বছরে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে স্কুলের নামে মেলা বসান হয়েছে বলে তাঁদের সঙ্গে বিশেষ একটা ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেছে এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও চ্যালেঞ্জ করেছে কি ভাবে মেলার উদ্যোক্তারা স্কুলের নাম ভাঙ্গিয়ে মেলা বসাতে পারে। আবার বিশেষ সূত্র থেকেও জানা গেছে যে গ্রামবাসিগণ মেলার ভিতর জুয়াখেলা, হুল্লোড়বাজী বা নীতিবিগর্হিত কাজগুলি যাতে না ঘটে তার জন্য জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক, এস-ডি পি ও এবং স্থানীয় পুলিশের কাছে স্মারক-লিপি পেশ করেছেন। গত বছরে তো বিগ্রহের সোনার অলংকার চুরি করার একটা মস্ত প্ল্যান চলেছিল বলে এবারে অলংকার ছাড়া বিগ্রহ আনার চেষ্টা চলেছে। মেলাতে চিত্তাকর্ষক কোন জিনিসের আবির্ভাব ঘটে নি। নাই কোন সিনেমা, কার্নিভ্যাল, গান, পুতুল-নাচ বা ম্যাজিক। তাছাড়া

—২য় কলমের উপরে দেখুন

জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে এবং বর্ত্তমান বছরে দেশে ফসল না হওয়ায়—স্থানীয় জনসাধারণ মেলার পক্ষপাতী নয়। দেশে অরাজকতা খুনোখুনি এবং প্রায় প্রতি রাত্রেই চুরি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে কেউ-ই শান্তিতে বাস করতে পারছে না। তার উপর মেলা বসিয়ে অশান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ না করার জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

প্রাপ্ত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

করদাতাগণের কাতর নিবেদন

জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি ও উপ-পৌরপতি সহ পঞ্চদশ জন সদস্য সমীপে আমাদের কাতর নিবেদন—করভারপ্রপীড়িত জনগণের অর্থে পুষ্ট কর্ম্মচারীদের সংখ্যা কোন মতেই আর বৃদ্ধি করিবেন না। বর্ত্তমানে অনেক কর্ম্মীর কর্ত্তব্যকর্ম্মে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। সকলে নির্দ্ধারিত সময়ে অফিসে হাজিরা দেন না।

রাস্তা ঝাঁট, নর্দ্দমা ও পায়খানা পরিষ্কার ঠিকমত হয় না। কোন কোন পল্লীতে ৪।৫ দিন অন্তর পায়খানা পরিষ্কার হইয়া থাকে। কাজ কেমন হইতেছে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে একজন মহিলা কর্ম্মীকে খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী যাইতে দেখা যায়। খাতায় অভিযোগ লেখায় থাকে কোন প্রতিকার হয় না। অযথা এই কর্ম্মচারী পোষার সার্থকতা কি? পূর্ব্বের মেথর-জমাদাররা বর্ত্তমানে 'সহকারী-স্বাস্থ্য পরিদর্শক' নামে অভিহিত হইতেছেন। তাঁদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা করদাতাগণের কথায় কর্ণপাত করাও যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। রাস্তার আলো দেখার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাঁর কাজের বহর অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন।

আসন্ন নির্ব্বাচনে পুনরায় করদাতাদের বাড়ী বাড়ী ঘোরার পথ প্রশস্ত করুন। দৈনন্দিন কাজ যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে কর্ম্মীদের বাধ্য করুন। ইতি— জনৈক করদাতা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।